কোন পথে যাচ্ছি আমরা

তানবীরা তালুকদার
দি নেদারল্যান্ডস

৩০।১০।২০০৫

লিখালিখিতে আমার তেমন হাত নেই কিন্তু চারিপাশে কিছু কিছু এমন ঘটনা ঘটে যে লিখে সব্বাইকে জানাতে ইচ্ছে করে। মুসলমানদের পবিত্র সিয়াম সাধনার মাস চলছে। সিয়াম সাধনার একটি গুরুত্বপুর্ন অঙ্গ নানারকম সুস্বাদু খাবার দ্বারা ইফতার গ্রহনের মাধ্যমে সারাদিনের উপবাস ভঙ্গ করা। আজকাল সব জায়গাতেই ইফতার পার্টি বেশ জনপ্রিয়। আমরা যারা বাইরে থাকি তারাও এর ব্যতিক্রম নয়। আজকাল ইফতার পার্টি মানে 'ইফতার ফলোড বাই ডিনার'। পুরুষরা ইফতার খেয়ে মসজিদে তারাবীহ পড়তে চলে যান, সেখানে কোরান খতম করে নামাজ হবে তাতে অবশ্য সওয়াবও বেশী, সময়ও লাগে বেশী। ঘরে মহিলারা সুরা তারাবীহ পড়েন তাতে সময় লাগে কম কিন্তু তাতে সওয়াব কম ভাববেন না!। মহিলাদের প্রথম ও প্রধান দ্বায়িত্ব স্বামী ও সন্তানদের সেবা করা। পুরুষরা মসজিদ থেকে নামাজ পরে ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরে এলে তাদেরকে গরম গরম খাবার পরিবেশন করা 'খতম তারাবীহ' এর থেকেও বেশী সওয়াবের। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ ভাববেন না এগুলো আমার কথা। এগুলো আজকের দিনের শিক্ষিত মর্ডান মেয়েদের কথা। কলেজ, ইউনির্ভাসিটি থেকে বড় বড় ডিগ্রি নেয়া মেয়েদের কথা। প্রকৃত শিক্ষা কি? কলেজ ইউনির্ভাসিটির গতবাধা সিলেবাসের মধ্যে কি আত্মসচেতনতাবোধ থাকে? আসলে একাডেমিক শিক্ষা একটা গন্ডীতে আবদ্ধ, একটা নির্দিস্ট গন্ডীর বাইরে মানুষকে ভাবতে শিখায় না যার কারণে দেখা যায় মেধাবী সব বাংলার শিক্ষানবীশরা পশ্চিমের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পোষ্টডক নেয়া সত্বেও হারাম-হালাল, এ্যালকোহ ল, ইনশাল্লাহ, মাশাল্লাহ নিয়ে তর্ক চালিয়ে যান। প্রকৃতি থেকে শিক্ষাই জীবনের আসল শিক্ষা তাই বোধহয় কবি নজরুল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এমনি আরো অনেকে ধর্ম, বর্ণ, জাতি সবকিছুর উর্ধ্বে উঠতে পেরেছিলেন। একাডেমিক শিক্ষায় আমরা এগিয়ে যাচ্ছি সেটা সত্যি কিন্তু মুক্তচিন্তা এবং সামজিক দায়িত্ব এবং অধিকারের ব্যাপারে কি আমরা সেইমাত্রায় সচেতন?

তারাবীহ শেষ করে পুরুষরা যতক্ষন মসজিদ থেকে ফিরে খাওয়া-দাওয়া না করে ততক্ষন মেয়েরা পার্টি থেকে ব াড়ী ফিরতে পারেননা। এই সময়টুকু মেয়েরা গুরুত্বপুর্ন হাদীস, ইসলামী জীবন, ইসলামে নারীর অধিকার, সম্মান ও কর্তব্য আলোচনা করে কাটান। এই আলোচনাতে অর্ধশিক্ষিত আধো গ্রাম্য নারী যেমন অছেন তেমনি আছেন ইউরোপে বর্ণ এন্ড ব্রট আপ আইটি ইঞ্জিনিয়ার সহ নানা উচ্চ পেশায় কর্মরত মর্ডান তরুনীরা। তাদের ধর্মীয় আলোচনা যখন নীরবে শুনি তখন ভাবি নিজের মনেই শিক্ষার মানদন্ড আসলে কি?

বড় চাকরি, বড় বেতন আর অনেক জাগতিক সুবিধা? নাকি জীবনকে কাছ থেকে দেখা? আমরা অনেক সময়ই বলি অশিক্ষা,কুসংস্কার, দারিদ্রতাই ধর্মীয় গোড়ামির মুল আধার। কিন্তু এখানে যারা 'স্ত্রীর করনীয় স্বামীর প্রতি' কিংবা 'ইসলামে নারীর মুল্যায়ন - অধিকার' নিয়ে আলোচনা করছেন তাদের বেশীর ভাগই বিদেশী ইউনিভার্সিটির ডিগ্রিধারী মেধাবী তুখোর ছাত্রী কাম কর্মস্থলে উচ্চপদে আসীন সোনার বাঙ্গলার সোনার মেয়েরা। এদের অনেকেই মাথায় হিজাব পরে কমর্স্থলে যান এবং বিশ্বাস করেন মাথায় হিজাব বাধা থাকলে তার উপর সহকর্মীদের কুদৃষ্টি পড়বে না, যদিও মুখমন্ডল সর্ম্পুন খোলা থাকে। তারা যখন আর একজনকে হিজাবের উপকারিতা বলেন তখন আমার প্রায়ই জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করে তাদের এই ভাবনার হেতু কি? তারা কি তাদের সহকর্মীদের কখনও অন্য সহকর্মিনীদের আক্রমন করতে দেখেছেন? অন্য ইউরোপীয়ান সহকর্মিনীরা যারা বেশ স্টাইলের বেশ খোলামেলা পোষাকে, সেজেগুজে আকর্ষনীয় হয়ে কর্মক্ষেত্রে আসেন। আর আমার মনে হয় একজন মানুষ প্রথমে অন্যজনের মুখের দিকে তাকায় চুলের দিকে নয়, সে জায়গায় মুখ খোলা রেখে চুল ঢেকে রাখার যৌক্তিকতা কি? এসব আলোচনা শুনতে শুনতে অনেক সময় ছোটবেলার ঘটনা মনে পড়ে যায়। ছাত্রী জীবনে প্রায়ই বাবার সাথে অনেক ব্যাপারে তর্ক হতো। ভাবতাম বইয়ে আছে, পড়েছি, ভালো নোট করেছি, স্যারের প্রশংসা পেয়েছি, কতই জ্ঞানী এবং কতই না বুঝি। বাবা বোঝাতে বোঝাতে হাল ছেড়ে দিয়ে বলতেন, ***'একে তো বুঝিস না, আর বুঝিস না যে সেটাও বুঝিস না'।*** সেটাই কেনো জানি আজ মনে হয়, একেতো নিজেরাই বোঝে না, কিন্তু বোঝে না যে সেটাও বোঝে না'।

মুখ খোলা রেখে চুল ঢেকে রাখার যৌক্তিকতা কি?

আজকের পৃথিবী যখন মানুষ মানুষের ক্লোন আবিস্কারের গবেষনায় ব্যস্ত তখন ইউরোপের মিড হার্টে বসে শুনতে হয় 'আদমের খুশীর জন্য হাওয়ার সৃষ্টি, আদমের ডান পাজরার হাড় থেকে বিবি হাওয়াকে আল্লাহ তৈরী করেছেন, আদমের আনন্দের জন্য কারণ আদম বেহেস্তে একাকীত্ব বোধে জর্জরিত হচ্ছিলেন'। সুতরাং প্রত্যেক রমনীর উচিৎ স্বামীর মন জুগিয়ে চলা। স্বামীরা না থাকলে আমরা এই পৃথিবীর আলো হাওয়া দেখতাম না। আলোচনা শুনে আমার মনে প্রশ্ন বাসা বাধে। এই সভাতেই এমন অনেক স্ত্রী আছেন যাদের স্বামীরা ইউরোপে বৈধভাবে বসবাসের কাগজের জন্য আগে একবার বিদেশী রমনীর সাথে পুর্ন ঘর সংসার করেছেন, অনেকের আবার সেই সংসারের বাচ্চাও আছে। এদের অনেকেই দাবী করেন তারা সেই শ্বেতাঙ্গ রমনীকে কলমা পড়িয়ে মুসলমান বানিয়ে তাদের সাথে মুসলিম মতেও বিয়ে করেছিলেন। তাহলে

প্রশ্ন দাড়ায় তাদের ডান পাজরার এখন কি অবস্থা? ডান পাজরায় পুরুষ কখানা হাড় ছাড়া টিকে থাকতে পারে তা অবশ্য আমার জানা নেই। আর আজকালের মর্ডান যুগে এত বিয়ে করা-ছাড়া হচ্ছে যে পাজড়ার হাড়ের হিসাব সাধারনের পক্ষে মিলানোও কঠিন। আর সর্বজ্ঞ আল্লাহতালা এত্তকিছু জানেন, তিনি আদমকে সৃষ্টির আগে কেন বুঝতে পারেননি যে বেচারা আদম বেহেস্তের সর্ব আরাম আয়েশের মধ্যে থেকে, ফেরেস্তাদের ভীড়ের মধ্যেও হাওয়া জাতীয়ও কাউকে খেলা-ধুলা করে সময় কাটানোর জন্য 'মিস' করবেন!!?? আমার বড় বিস্ময় এটাই যে তাহলে কি আল্লাহ জেনেশুনে 'মেয়েদের' সেকেন্ড ক্লাশ সিটিজনের স্ট্যাটাস দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন? যাদের কাজ হবে পুরুষের আধীনে থেকে তাদের মন জুগিয়ে চলা? সর্ব সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ ন্যায় বিচার করেছেন এটা তখন মন মানতে চায় না। এ পৃথিবীতে আল্লাহ কোন প্রাণীকে অন্যের দাস করে সৃষ্টি করেন নি এমনকি তেলাপোকা, টিকটিকিও স্বাধীন আর 'আশরাফুল মাখলুকাত' আল্লাহর সেরা সৃষ্টির অর্ধেক তিনি দাসী হিসেবে সৃস্টি কেনো বানালেন?

বড় হতাশ লাগে যখন শুনি আমার সামনেই কোন এক শিক্ষিত রমনী পুরুষের চারটি বিয়ে প্লাস মেয়েদের পর্দা প্রথা কে জাষ্টিফায়ড করছেন এই বলে যে, পুরুষদের কামনা-বাসনা চাহিদা অনেক বেশী নারীদের তুলনায়, আল্লাহ পুরুষ জাতিকে এভাবেই সৃস্টি করেছেন এবং নারী জাতিকে পর্দা করে, সারা গা তথা মুখ- মন্ডল ঢেকে চলার আদেশ দিয়েছেন নইলে বিপদ। এখন কি তাহলে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করেনা জেনে শুনে আল্লাহতালা কেনো এমন পর্দাথ তৈরী করলেন যার দ্বারা তারই সৃষ্ট দুর্বল প্রজাতির বিপদ আছে? কেনো চল্লিশ ডিগ্রি গরমের মধ্যে সারা গা ভারী কাপড়ে মুড়ে মেয়েরা কষ্ট পাবে তারাতো কারো উপর ঝাপাবে না। এটাকি আল্লার ন্যায় বিচার হলো দুর্বল আর একজনের হাড় দিয়ে তৈরী জাতির প্রতি? একজনের হাড় দিয়ে আমি যখন তৈরী তখন তিনিতো আমাকে পৃথিবীর কোন একজনের জন্য নির্দিষ্ট করেই এনেছেন তাহলে অন্যজন কেনো স্বজাতীর খাবারে হাত বসাবে? এটা কিসের ভদ্রতা? তারপর আসে নবীজীর মহানুভবতার বনর্না। তিনি বলেছেন, যে ভদ্রলোক চার স্ত্রীকে সমান একইরকম ট্রিটমেন্ট দিতে পারবে না সে চার বিয়ে করলে তার জন্য বেহেস্ত হারাম। উদাহরন 'কোন এক ভদ্রলোক দুটি মাত্র বিয়ে করেছিলেন এবং তিনি প্রাণপন দিয়ে দুই স্ত্রীকে সমান ট্রিটমেন্টও দিলেন সারাজীবন। প্রথম স্ত্রী মারা গেলেন তাকে নিয়ম মাফিক কবর দেয়া হোল। এর কিছুদিন পর দ্বিতীয় স্ত্রী মারা গেলেন, তাকেও নিয়ম মাফিক কবর দেয়া হোল। এবার ভদ্রলোক নিজে মারা গেলেন তারপর বিচার বসল কিন্তু দেখা গেলো ভদ্রলোকের বেহেস্ত যাওয়ার টিকিট মিলল না। কারণ ভদ্রলোক দু স্ত্রীকে একসমান ট্রিটমেন্ট দিতে পারেননি ফেরেস্তাদের দৃষ্টিতে। ভদ্রলোক ফেরেস্তাদের চ্যালেঞ্জ করলেন আফটার অল বেহেস্তের ব্যাপার তখন ফেরেস্তারা তার ভুল ধরিয়ে দিলেন। সেটা হলো তিনি (ভদ্রলোক) প্রথম স্ত্রী মারা যাওয়ার পর তাকে চওড়া সিড়ি দিয়ে নামিয়ে ছিলেন আর দ্বিতীয় স্ত্রী মারা যাওয়ার পর তাকে চিকন সিড়ি দিয়ে নামিয়ে ছিলেন।' (সুতরাং কেউ যদি ধর্মের সাহায্যে একাধিক বিয়ের কথা ভেবে থাকেন তাহলে ভুলে যান, সোজা ব্যাপার না)। প্রথম কথা শেষ বিচারে ঐ ভদ্রলোকের পরিনতীর কথা অন্যরা কিভাবে জানলেন? আমার জ্ঞানমতে শেষবিচার এখনও হয়নি, তা হবে পৃথিবীর শেষ দিনে, তাহলে ঐ আসরে তারা নিজেদের অজান্তেই কি মিথ্যাচার করছেন না বা স্ববিরোধী কথা বলছেন না? তারপর প্রশ্ন আসে মহানবী নিজে কিশোরী বিবি আয়েশাকে অনেক বেশী ভালোবাসতেন অন্য স্ত্রীদের তুলনায় সেটা মুসলমান মাত্র সর্বজনবিদিত। তাহলে উনার কি হবে? আর প্রথম স্ত্রীর মনে দুঃখ দিয়ে দ্বিতীয় স্ত্রী যে আনবে সে কি করে দুজনের প্রতি সমান আচরন করতে পারেন? এর যুক্তি কি? পুরুষের চাহিদা বেশী তাতে মেয়েরা কেনো কষ্ট-অপমান সহ্য করবে?

জন্ম নিয়ন্ত্রনের ব্যাখা হলো মর্ডান ইসলামের ব্যাখাকারিনীদের ভাষায়, আল্লাহ যদি জন্ম নিয়ন্ত্রন সার্পোট করতেন তাহলে অনেক জ্ঞানী-গুনীর জন্ম হতো না এই পৃথিবীতে। অনেক জ্ঞানী-গুনী আছেন যারা পিতা-

মাতার চর্তুথ কিংবা পঞ্চম সন্তান। তাই উচিৎ আল্লাহর সাথে নাফরমানী না করে যতবেশী সম্ভব সন্তান উৎপাদন করে পরিবার কে শক্তিশালী করা। এক সন্তানকে ডাক্তার, এক সন্তানকে ইঞ্জিনিয়ার, এক সন্তানকে উকিল বানানো। তারা একে অপরকে সাহায্য করে পরিবারকে শক্তিশালী করবে, পরিবারকে আর বাইরের কারো মুখাপেক্ষী হতে হবে না। তখন জানতে ইচ্ছে করে এখানে যারা প্রথম জেনারেশন বাঙ্গলাদেশীরা আছেন তাদের শতকরা একশভাগই বড় পরিবার অর্থাৎ দুজনের অনেক বেশী ভাইবোনদের মাঝ থেকে আগত। তারা আমাদের চোখের সামনেই কাজ করছেন, যার বেশীর ভাগই সো কলড অড যব। কেনো তারা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হয়ে দেশ ও দশকে মাতিয়ে দিলেন না? কেনো তারা ইল্লিগালী অন্য দেশে ঢুকে মজুরী খাটছেন? আমরা জানি যারা দেশে খুব সুবিধাজনক পজিশনে থাকেন তাদের অনেকেই এই রিস্ক নেন না। এবার দ্বিতীয় জেনারেশন, বাঙ্গলাদেশীদের মধ্যে ধর্মের কারণেই হোক, বাপ-দাদার দেখা ট্র্যাডিশনের কারণেই হোক কিংবা চাইলড ওয়েল ফেয়ার মানীর জন্যই হোক অধিক সন্তান নেয়ার প্রবনতা অনেক বেশী। কিন্তু এই সন্তানদের বেশির ভাগই দেখা যায় কোনরকম স্কুল পাশ করে বাবার সাথে রেষ্টুরেন্ট কিংবা মাছের দোকানে কাজে লেগে গেছে। খুব কমই ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা টিচার পদে আধীসীন। দুঃখজনক হলেও সত্য পি,এইচ,ডি ডিগ্রিধারী অর্থলিপসু বাবা-মায়ের ছেলেরাও সাধারণ গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি নিয়েই জীবন সংগ্রাম শুরু করে দিয়েছে। তখন আমার এই মর্ডান ইসলাম প্রচারকারীনীদের কে ধাক্কা মেরে ঘুম থেকে জাগাতে ইচ্ছে করে, বলতে ইচ্ছে করে চোখের সামনে এই বাস্তবতা থাকার পরও কেনো এসব অবাস্তব লোভ দিচ্ছ? কেনো তোমরা আজও জাগোনা, চোখ খুলে তাকাও না বাস্তবের দিকে? একটা বা দুটো সন্তানকে এক মায়ের পক্ষে যতটুক সময়, যত্ন এবং মনোযোগ দেয়া সম্ভব, পাচটি সন্তানকে কি সেই একই সার্ভিস একইভাবে দেয়া সম্ভব? আর কোন যত্ন ছাড়া কি করে একটি চারা আস্তে আস্তে মহীরুহ হয়ে উঠবে?

আমাদের মুসলমান সমাজের লোকজন পড়াশোনায় এগিয়ে গিয়েও কেনো যেনো সামগ্রিক ভাবে এগোতে পারছেন না। কোন এক বিচিত্র কারণে তারা ধর্মের প্রসঙ্গ এলেই স্পর্শকাতর ও ভাবাবেগী যুক্তিহীন হয়ে যান। প্রাচীনকালের দেয়া সেই 'লক্ষ্মন-রেখার' বাইরে না কিছু শুনতে চান না ভাবতে চান। সর্ব ব্যাপারে ইসলামী জীবন পালন করতে চান। সে পোষাকেই হোক, ভাষায়ই হোক কিংবা বিশ্বাসেই হোক তারা সবাইকে উপদেশ দেন ছেলে বাচ্চাদের নাম নবীজীর সাহাবাদের আর মেয়ে বাচ্চাদের নাম নবীজীর পত্নীদের বা সাহাবাদের পত্নীদের নামানুসারে রাখতে এতে বাচ্চারা নামের মাহাত্ম্যের কারণে সুশীল ও নেক নাগরীক হিসেবে তৈরী হবে। একবারও তারা ভাবতে চান না আমিনা, সালমা, আয়েশা, খাদিজা, মুহম্মদ, উমর, আবু বক্কর, আবু হোসেন, বেলাল যত প্রসিদ্ধ নামই নেই না কেন, এই নামগুলির জন্ম ইসলামের জন্মের আগে। আরবে মুসলিম এবং অমুসলিম সব্বারই একই নাম রাখা হতো আর সেটার উৎস ছিল আরবী ভাষা। মুসলিম বিশ্বে যেমন রহমান নামের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা আছেন তেমনি রহমান নামের দারোয়ান পেশা ও রহমান নামের চুরি পেশার লোক ও আছেন। 'নাম' কিন্তু একই। আরবে তারিক, আজিজ নামগুলী যেমন ইহুদীদের, তেমনি খ্রীষ্টানদের তেমনি মুসলমানদেরও। কোন সুখবর শুনলে সবসময় 'সুবাহানাল্লাহ, মাশাল্লাহ' বলতে বলা হয়, কারণ তাতে আল্লাহকে শুকরীয়া=ধন্যবাদ বলা হয়। বাংলায় ধন্যবাদ বললে আল্লাহ কি খুশী হবেন না? আল্লাহ কি বাংলা বুঝেন না নাকি বাংলা ভাষা আল্লাহ পছন্দ করেন না? তাহলে ভাষা ভাষা করে পুর্বপুরুষরা প্রাণ দিলেন কেনো? সেই আমলের মুরুব্বীরা কেনো তাদের সন্তানদের আটকালেন না? প্রত্যেক কাজের শুরুতে 'ইনশাল্লাহ' বলতে হয়, তাতে নাকি কার্যসিদ্ধি নিশ্চিত। তাই যদি হয়, এই ইউরোপে এতো ঢাকঢোল পিটিয়ে মিলাদ দিয়ে, ইনশাল্লাহ দিয়ে খোলা রেষ্টুরেন্ট, দোকান বছর না ঘুরতেই লালবাতি দেখিয়ে বন্ধ হয়ে যায় কেনো? 'ইনশাল্লাহ' শব্দটা কি ট্যাক্স অফিস, ব্যাঙ্ক ঋণ জাতীয় ব্যাপারগুলীকে ঠিকমতো কাবু করতে পারে না!!?

হাদীসের বইগুলো পড়লে একটা জিনিস দেখা যায় মহানবীর কাছে তার সাহাবাদের অসংখ্য প্রশ্ন ছিল ‘শারীরিক‘ বিষয় নিয়ে। আল্লাহ এতো সময় কি করে ম্যানেজ করতে পারতেন কিভাবে একজন তার বউ বা প্রেমিকার সাথে ঘুমাবে এই সাবজেক্টে জ্ঞান দেয়ার জন্য। দীন-দুনিয়ার মালিক আল্লাহ এবং দুনিয়ার মানুষের চিন্তায় ব্যস্ত রসুল কি করে এই ধরনের একটা সাবজেক্টে এত সময় দিলেন? (আবুল কাশেম সাহেবের লেখা, **‘ইসলামে কাম ও কামকেলী’** রচনাগুলিও দেখতে পারেন) তাদেরতো অন্য গুরুত্বপুর্ন ব্যাপারে মাথা খারাপ থাকার কথা ছিল। আর এ সর্ম্পকে যত আয়াত নাজিল হলো সবই হলো পুরুষজাতিকে হাতে রাখার আয়াত। কারণ যুদ্ধ করা থেকে সব কাজেই তখন পুরুষের দরকার, আরবের নারীদের তখন বিছানার সঙ্গিনী হওয়া ছাড়া আর তেমন কোন উল্লেখযোগ্য কাজ হয়ত ছিল না। যুদ্ধে যত নারী পাবে সব ভোগ করতে পারবে ‘গনীমতের‘ মাল এবং তারপরে তো বেহেস্তের হুরপরী সব আছেই, চল্লিশ জন করে, সুখই সুখ। আরবের বেদুইন সমাজের সুখ, ‘মদ আর মেয়েমানুষ’। মাঝে মাঝে পুরো ব্যাপারটা ভাবলে আজকালের হিন্দী সিনেমার মতো লাগে। মাফিয়া ডন, অনেক অনুচর তার, যুদ্ধ, এ্যকশন, মদ, উত্তেজিত নাচ আর লোভনীয় নায়িকা অর্থ্যাৎ হুর। হয়তো বলিয়ডের স্ক্রীপ রাইটাররা এখান থেকেই আইডিয়া নিয়েছেন কে জানে যার কারণে আরব সমাজে হিন্দী ফ্লিম এতো জনপ্রিয়। মাঝে মাঝে বড় কষ্টে মনকে দমিয়ে রাখি, প্রশ্ন জীবের গোড়ায় এসে যায়। আল্লাহ আগে এতো সামান্য সামান্য কারণে ওহী নাযিল করতেন, কোন নারীর সাথে ঘুমানো জায়েজ, ঘুমানোর পদ্ধতি কি হবে, এইসব নিয়ে দেখা যায় জীব্রাইল একটা দৌড়াদৌড়ির মধ্যে থাকতেন আরস আর নবীর কাছে,আর আজ ইসলামের এতো দুরবস্থার মধ্যেও তিনি একটা রক্ষামুলক ইঙ্গিত ও পাঠাচ্ছেন না কি করে সেটা সম্ভব? তবে আমরা না পেলেও হয়তো হাজার বছর পরে নতুন কোন ধর্মানুসারীরা আল্লাহর কাছ থেকে হাজার রকমের ইঙ্গিত যে পেয়েছিলেন তার বর্ণনা করে যাবেন যেমনটি করে আজকের অন্ধ বিশ্বাসীরা।

’চলছে এখন অন্যধরন, সবকিছু ইসলামীকরন’

কিছু কিছু পরিবারের নতুন প্রজন্মের সন্তানরা ভিনদেশীয় (এদেশীয়) জীবনসঙ্গিনী গ্রহন করেছে যা বাংলাদেশী পিতামাতারা কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে পারছেন না যার মানসিক হতাশার ফলে তারা এধরনের ধর্ম-কর্ম, তবলীগ-মাহফিলের দিকে বেশী ঝুকছেন। যে ছেলেমেয়েরা এদেশে পড়াশোনা করে, এদেশে ওদের জীবন কাটে, বন্ধু-বান্ধব ও এদেশের থাকে তারা এদেশীয় কারো প্রেমে পড়াটাই কি বেশী স্বাভাবিক নয়? ছেলেমেয়ের সাথে জীবনসঙ্গিনী নিয়ে মনোমালিন্যে, অন্যান্য দুঃখ ও হতাশায় তারা আরো বেশী করে ধর্মকে আকড়ে ধরছেন। ব্যর্থ ও হতাশ মানুষ আরো বেশী করে ধর্মকে আকড়ে ধরে এবং অজানা কোন শক্তির কাছে আশরয় চায়। আর বিদেশে কিছুটা একাকীত্ব বোধতো সবার মধ্যেই কাজ করে। কিন্তু দেশেও অবাক ব্যাপার সর্বস্তরের নারীদের মধ্যেই ধর্মীয় গোড়ামি আজকাল বাড়াবাড়ি পর্যায়ে চলে গেছে। মাথায় হিজাব, বড় বড় ওড়না, নানা রকম ফ্যাশনের বোরকা শুধু একটি কবিতার লাইনকেই বার বার মনে করিয়ে দেয়

'চলছে এখন অন্যধরন, সবকিছু ইসলামীকরন'

অনেকেই এজন্য বাংলাদেশের রাজনীতিকে একচেটিয়া দায়ী করলেও আমার মনে হয়, শুধু এটাই একমাত্র কারণ নয়। আমরা জানি গুটিকয় সন্ত্রাসী, রাজনীতিবিদ, অসৎ সরকারী চাকুরে ছাড়া কেউ দেশে ভালো নেই। সার্বিক পরিস্থিতি মানুষের মনে ব্যাপক হতাশার জন্ম দিয়েছে। দিনে দিনে পরিস্থিতির এই অবনতি ভীতি, হতাশা মানুষকে আরোও ধর্মীয় কুসংস্কারের দিকে ঠেলে দিয়েছে। বিপন্ন মানুষ এখন অলৌকিক কিছু আশা করছেন। কজন শিক্ষিত মেয়ে বা মানুষ কোন একটা ঘটনার পিছনের কারণ বা যুক্তি ভাবেন? বিশেষ করে ধর্মের ব্যাপারেতো সেটা পুরোপুরি অন্ধভাবে মানেন। কেনো যেন ভাবতে চান বা বুঝতে চান না যে এই আফিম দ্বারা তার অধিকার ও স্বাধীনতা খর্ব করা হচ্ছে। তবে অধিকার এ পৃথিবীতে কেউ কাউকে দেয় না সেটা আদায় করে নিতে হয়। মেয়েরা যতদিন না নিজেরা নিজেদের অধিকার সর্ম্পকে সচেতন হবেন ততদিন এ সমাজ এভাবেই চলবে। শিক্ষিত ধর্মান্ধ নারীরা নিসংকোচে এই অন্ধকার বিলীয়ে দিচ্ছে শিক্ষাবঞ্চিত সাথীদের মধ্যে। এই ধর্মান্ধ শিক্ষিত নারীরা আরও বিপদজনক কারণ তাদের কিছু প্রশ্ন করলেই তারা বিভিন্ন হাদীসের রেফারেনস টেনে মরীয়া হয়ে উঠেন ভাবখানা এমন ছাপার অক্ষরে যা লিখা আছে তার সবই সঠিক হতে বাধ্য। ইসলামে নারীকে কতভাবে সম্মান দেয়া হয়েছে তা তোতাপাখীর মত গড়্গড়িয়ে বলে যান, তারমধ্যে কোন প্রশ্ন তুললেই আজকাল এক ফ্যাশনের উত্তর রেডী হয়েছে, 'ইসলামের শত্রুরা ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য কোরান-হাদীসের অপব্যাখা দিয়ে বেড়াচ্ছে'। যেন চর্তুদিকে ইসলামের জয়-জয়কারের ডন্কা বাজছে আর ইসলামের শত্রুতা করা ছাড়া লোকদের আর কোন কাজ নেই। আমার মনে হয় ইসলামের শত্রুদের কথা ভাবা বাদ দিয়ে আমরা নিজেরা নিজেদের কি ক্ষতি করছি সে কথা ভাবার সময় এসেছে। আমরা নিজেরা নিজেদের অজ্ঞতা দিয়ে নিজেদের যে ক্ষতি করছি ইসলামের বাইরের শত্রুরা তার কোটিভাগের একভাগও করছে না।

ভালো থাকবেন সবাই।

ছবি : ইন্টারনেট